

# এটিচিউড ইজ এভরিথিং



# এটিচিউড ইজ এভরিথিং

জেফ কেলার

রূপান্তর: ত্বাইরান আবির



**প্রজন্ম**

মুক্তচিন্তায় স্বাধীনতা

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন: ০১৫৭২ ৪১০ ০১৮

[facebook.com/projonmopublication](https://facebook.com/projonmopublication)

[www.projonmo.pub](http://www.projonmo.pub)

# এটিচিউড ইজ এভরিথিং

প্রকাশকাল: বইমেলা ২০২১

প্রচ্ছদ: ওয়াহিদ তুয়ার

অনলাইন পরিবেশক

[rokomari.com/projonmo](http://rokomari.com/projonmo)

[amaderboi.com/projonmo](http://amaderboi.com/projonmo)

প্রজন্ম পাবলিকেশনের পক্ষে আহমদ মুসা ও ওয়াহিদ তুয়ার কর্তৃক ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড,  
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত; মার্জিন সলিউশন, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

Attitude is Everything by Jeff Keller transformed by Tayran Abir

Published by Projonmo Publication

Copyright © Projonmo Publication

ISBN: 978-984-95065-4-6

# উৎসর্গ

আমার স্ত্রী ডলোরেস



## সূচীপত্র

আমার জীবন বদলে দিয়েছিল যে রাত .....	৯
মন থেকেই সফলতার শুরু .....	১৭
আপনার দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে পৃথিবীকে দেখার জানালা .....	১৮
আপনি একজন মানবচুম্বক .....	২৬
নিজের সফলতার পথকে কল্পনা করুন .....	৩৬
অঙ্গীকার করুন, পর্বতসম সফলতা লাভ করুন .....	৪৬
নিজের সমস্যাকে সুবিধায় রূপান্তরিত করুন .....	৫৭
আপনার কথাগুলো একটি সংযোগ সিঁড়ি তৈরি করে .....	৬৭
আপনি কেমন আছেন? .....	৮০
অভিযোগ করবেন না! .....	৮৯
ইতিবাচক লোকদের সঙ্গী হোন .....	৯৭
ভয়কে জয় করুন, নিজেকে সমৃদ্ধ করুন .....	১০৭
কর্ম ও ব্যর্থতা প্রসঙ্গ .....	১২২
সফল হবার নেটওয়ার্কিং .....	১৩২
উপসংহার .....	১৪৫
দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন মানেই জীবনকে পরিবর্তন .....	১৪৫





পরিচিতি

## আমার জীবন বদলে দিয়েছিল যে রাত

‘আমাদের প্রজন্মের সবচাইতে মূল্যবান আবিষ্কার হলো—মানুষ তার নিজের দৃষ্টিভঙ্গিকে বদলে দেবার মাধ্যমে জীবনকে বদলে দিতে পারে, এই বিষয়টি উদ্ভাবন করতে সক্ষম হওয়া।’

—উইলিয়াম জেমস

১৯৮০ সাল। আমি ল স্কুল থেকে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করি। ভেবেছিলাম বাকি জীবন একজন আইনজীবী হিসেবেই কাটিয়ে দেবো। আসলে আমার টিনেজ বয়সের প্রারম্ভে আইনজীবী হবার ঝোকটা নিজের মাঝে ব্যাপক আকারে ছিল।

শুরুতে আমার সবকিছুই পরিকল্পনামাফিক চলছিল। প্রচুর পড়াশোনা করে আমি বার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই এবং নিউইয়র্কে ল প্রাকটিস করার জন্য চলে যাই। সবকিছু ভালোভাবেই চলছিল, এমনকি আমার ব্যক্তিগত জীবনও। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮১ সালে আমি ল স্কুলেরই আমার এক সহপাঠীকে বিয়ে করি। ওর নাম ডেলোরেস। সবমিলিয়ে আমার জীবন সফলতা ও সুখের মধোই কাটছিল, আর নয়ত আমি নিজেকে সুখী ভাবতাম।

কিন্তু চার বছর ল প্রাকটিস করার পর, আমি উপলব্ধি করলাম আমি একেবারেই সুখী নই। অবশ্যই, আইনজীবী হতে চাওয়ার মাঝে একটা ভালো লাগা ছিল। ব্যক্তিগতভাবে আমি মানুষের সমস্যা সমাধান করে দিতে পছন্দ করতাম। বিশেষ করে আমি যখন তাদেরকে দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া থেকে মুক্তি দিয়ে ন্যায় বিচার পেতে সাহায্য করতাম, এটা তখন আমাকে বেশ আনন্দ দিত।

তা সত্ত্বেও আইনজীবী হওয়ার বহু অপছন্দের দিক ছিল, যেগুলো আমার জীবনকে একরকম হতাশায় নিমজ্জিত করেছিল। সবসময়ই টেবিলের ওপর মামলার কাগজের স্তুপ থাকতো। সেগুলো নিয়ে ব্যাপক ঝঙ্কিঝামেলা পোহাতে হতো, তার ওপর বিচারকার্যে ধারাবাহিক বিলম্ব এবং মূলতবীর বিরক্তিকর ঘোষণা তো ছিলই। একটি ট্রায়ালের জন্য দশ বার মূলতবীর ঘটনাও ঘটতো, যা ছিল সত্যিই হতাশাজনক।

তবুও আমি যথাসাধ্য কাজে লেগে থাকতাম। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে আমার ভেতরে নিজের পেশা নিয়ে আরো অসন্তোষ চলে আসলো। আমি তখন পুরোপুরি হতাশায় ডুবে গিয়েছিলাম। এসবের চাপে আমার নিজের ব্যক্তিজীবনেও বিতৃষ্ণা চলে এসেছিল এবং আমি বহু ভেবেও উত্তরণের কোন পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

আপনি কি কখনো এমন কোন চাকরী করেছেন যেখানকার অফিসে যেতেই আপনার ভয় করতো? অথবা প্রতিদিন অফিসে যাওয়ার সাথে সাথেই আপনার ওপর পুরো দুনিয়ার চাপ এসে যেত এমন কখনো মনে হয়েছে? নিজেকে একটু প্রশ্ন করুন। যদি এমন হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই আমার অবস্থাও আপনি বুঝতে সক্ষম হবেন। কেননা, আমারও ওপরের মতই অনুভূতি হয়েছিল। আমি একেবারেই বিমর্ষ হয়ে গিয়েছিলাম এবং শারীরিক ও মানসিক দু'দিক দিয়েই খুব কষ্টে ছিলাম। আমার শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছিল। যার ফলে আমাকে বয়সের তুলনায় বেশি বড় দেখাতো। এমনকি প্রচলিত চাপে সবসময়ই আমার মাথাব্যথা করতো এবং আমি পেটের পীড়ায় ভুগতাম। এসব ছিল অসহ্য এক যন্ত্রণা। এই সমস্যা চলতে থাকলে একসময় আমি ভয় পেয়ে যাই। আমার মনে হয়েছিল বড় কোন সমস্যা হয়েছে আমার। অতঃপর আমি ডাক্তারের কাছে যেতেই তারা টেস্টের বস্তা চাপিয়ে দেয়। প্রতিবারই টেস্টের ফলাফল একই আসছিল, কিন্তু ডাক্তাররা আমার শরীরে কোন সমস্যা খুঁজে পাচ্ছিলো না। সেখানে একজন ডাক্তার পেটের পীড়া কমানোর জন্য আমাকে ম্যালক্স খেতে পরামর্শ দিয়েছিল।

যাইহোক, মনের দিক দিয়ে আমি মুতপ্রায় হয়ে গিয়েছিলাম। আমার কাছে আমার জীবনের কোনকিছুই আর একটুও অর্থবহ লাগছিল না। এসব চিন্তা আমার চেহারাতেও ছাপ রাখতে শুরু করলো। যদিও আমার বয়স তখন একুশ ছুই ছুই, কিন্তু আমাকে দেখতে লাগতো চল্লিশ বছর বয়স্ক এক লোক।

১৯৮৫ সাল। আমার বয়স তখন সবে ত্রিশ হয়েছে। আমি একেবারেই শেষ হয়ে গিয়েছিলাম প্রায়। এক রাতের কথা। আমি আমার রুমে একাকী বসে ছিলাম। চারপাশে জেঁকে বসা নীরবতার মাঝে ভাবছিলাম, কিছু একটা পরিবর্তন হওয়া দরকার। কিন্তু সেই জিনিসটা আসলে কী? আমার মাঝে কোন জিনিসটা পরিবর্তন হওয়া দরকার? এর উত্তর খুঁজে না পেয়ে আমি চিৎকার করে

উঠলাম—“আমাকে আরো যাতনা বয়ে বেড়াতে হবে...এর চাইতেও বেশি দুঃখকষ্ট পেতে হবে। অসহ্য! আমি আর এক মুহূর্ত এসব নিতে চাই না!”

পরে ঐ রাতেই আমি টিভি দেখতে বসেছিলাম। ঘড়িতে সময় তখন রাত একটা বাজে। আমার স্ত্রী ডলোরেস ততক্ষণে বিছানায় গিয়ে ঘুমাচ্ছিলো। কিন্তু আমি এতটাই চিন্তিত ছিলাম যে কিছুতেই ঘুম আসছিল না। তাই সময় কাটানোর জন্য একের পর এক চ্যানেল পাল্টাচ্ছিলাম। কিন্তু বিজ্ঞাপনের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে গেলাম। সাধারণত এমন হলে আমি একটা চ্যানেল সেকেন্ডেই পরিবর্তন করে ফেলি, কিন্তু কোন এক অজানা কারণে উক্ত বিজ্ঞাপনের চ্যানেলটি আমি দেখতে থাকলাম।

ওখানে একটি বিজ্ঞাপন প্রচারিত হচ্ছিলো। এটি ছিল একটি হোম স্টাডি কোর্সের বিজ্ঞাপন। নাম—দ্য মেন্টাল ব্যাঙ্ক। কোর্সে ব্যাখ্যা করা হচ্ছিলো যে আমরা আসলে নিজ জীবনে যা কিছু অর্জন করি তার সবটাই অবচেতন মনের বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে।

এই কথাগুলো আমাকে এতটাই উজ্জীবিত করে যে আমি আমার ক্রেডিট কার্ড বের করে উক্ত প্রোগ্রাম ক্রয় করে ফেলি।

ঐ রাতটাই ছিল আমার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট।

যাইহোক, দুয়েকদিন পর আমি যখন আমার স্ত্রী ডলোরেসকে বললাম আমি কী করেছি তখন সে মর্মান্বিত হলো। আমাকে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো—কী করেছে তুমি? এই প্রশ্নটি আসলে আমি যে জিনিসটি অর্ডার করেছিলাম সেজন্য নয়, বরং একটি প্রোগ্রাম ক্রয় করা নিয়ে আমার এত উৎসাহ দেখে এবং টিভির বিজ্ঞাপন দেখে আমি আগ্রহী হয়েছি কিনতে। কি অদ্ভুত ব্যাপার!

কয়েকদিন পরে দ্য মেন্টাল ব্যাঙ্ক প্রোগ্রামের সিডি আমি হাতে পেলাম। ব্যাপারটা বেশ আনন্দের ছিল আমার জন্য। আমি অতি উৎসাহী হয়ে জানতে চাচ্ছিলাম আমাদের জীবনের সকল বিষয়ে মন কীভাবে কাজ করে। এর আগে কখনোই আমি এমন কোন আইডিয়ার কথা শুনিনি। দুর্ভাগ্যবশত, স্কুলে আপনাকে এসব বিষয় শেখানো হয় না!

দ্য মেন্টাল ব্যাঙ্ক প্রোগ্রাম আমাকে তড়িৎ গতিতে উৎসাহিত করলো আরো অনুপ্রেরণার উৎস খুঁজে নিতে। অতঃপর আমি নেপোলিয়ন হিল, ওগ ম্যান্ডিনো, নরম্যান ভিনসেন্ট পিল এবং রবার্ট শুলারের বইগুলো পড়তে শুরু করলাম।

এছাড়াও আমি খুব আগ্রহ নিয়ে জিগ জিগলার, আর্ল নাইটিঙ্গেল এবং অন্যান্য লেখকদের অডিও ক্যাসেট প্রোগ্রামগুলোও শুনতে লাগলাম। নিজেকে আমার মনে হলো মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত এক পথিকের ন্যায় যে কিনা পানির তৃষ্ণায় মরো মরো অবস্থা থেকে অকস্মাৎ বর্নায় পানির খোঁজ পেয়েছে।

এখন, আমি আপনাকে বলবো না যে আমার জীবন রাতারাতি পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। সত্যি বলতে এমনটা হয়নি। ধীরে ধীরে সবকিছু পরিবর্তন হচ্ছিলো। কিন্তু সত্য হচ্ছে আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গি নেতিবাচক থেকে ইতিবাচক করার পরপরই ভালো ফলাফল আসতে শুরু করেছিল।

আমার আরো ভালো লাগছিল। আমি আরো বেশি শক্তি পাচ্ছিলাম এবং অনেক নতুন জিনিস অর্জন করেছিলাম যেগুলো আমি কোনদিন চিন্তাও করিনি। এর সবকিছুই সম্ভব হয়েছিল কারণ আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করেছিলাম! আরো একটি বিষয় আমি সবাইকে জানাতে চাই যে এখন যখন আমাকে মানুষ প্রশ্ন করে, আপনার বয়স কত? আমি জবাব দেই, চুয়াল্লিশ বছর। তখন তারা অবাক হয়। বলে, আপনি দেখতে যথেষ্ট তরুণ!

এর সবটাই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে জড়িত।

## আইনজীবী থেকে মোটিভেশনাল স্পিকার হবার পথচলা

আমি তারপর বিস্তৃত পরিসরে পড়াশোনা করতে লাগলাম, যদিও আমি তখন সার্বক্ষণিক আইনজীবী হিসেবে কাজ করতাম। আমার ইতিবাচক চিন্তাভাবনা পুরোদমে কাজ করতে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করছিল। কিন্তু একটা সময় আসলো যখন আমি নিজের কাজের চাইতেও নিজের শখের ব্যাপারে বেশি প্যাশনেট হয়ে গেলাম এবং স্বপ্ন দেখতে লাগলাম নিজের কাজ ছাড়ার।

১৯৮৯ সালের কথা। দৃষ্টিভঙ্গি এবং মোটিভেশনাল কনসেপ্ট নিয়ে চার বছরের গভীর গবেষণা করার পর, আমি স্থানীয় একটি হাই স্কুলে সন্ধ্যাবেলায় এডাল্ট এডুকেশন প্রোগ্রামে ক্লাস নেবার জন্য রাজি হলাম। প্রতি দুই ঘন্টা ক্লাস নেবার জন্য আমাকে মাত্র ৩০ ডলার দেয়া হতো। আইনজীবির কাজ ছাড়ার জন্য এই টাকা মোটেই যথেষ্ট ছিল না!

যাইহোক, আমি যখন সেমিনার শুরু করার জন্য ক্লাসের সামনে আসলাম, শরীর তখন শীতল হয়ে আসলো। আমার হৃৎপিণ্ড কাঁপছিল এবং আমি ঘামছিলাম। কিন্তু কোনমতে আমি ক্লাস করানোর মত সাহস জোগাড় করে নিলাম। সৌভাগ্যক্রমে, আমার ক্লাস করে ছাত্রছাত্রীরা খুবই খুশি হলো এবং আমি সকল বিষয় তাদের সামনে বেশ ভালোভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলাম, যেগুলো আমার নিজ জীবনও পাঁটে দিয়েছিল।

এভাবেই আমার পথচলা শুরু হলো। ধীরে ধীরে স্পিকিং ফি বাড়তে লাগলো। এভাবে চলতে চলতে ১৯৯০ সালের দিকে আমি আমার ল ক্যারিয়ার কয়েক বছরের জন্য সমাপ্ত করতে চাইলাম। এটা মোটেও কোন সহজ সিদ্ধান্ত ছিল না। আইনজীবী হিসেবে এতটা পথ আসতে আমাকে চার বছর কলেজে পড়াশোনা করতে হয়েছে এবং তিন বছর ল স্কুলে পড়াশোনা করে ডিগ্রি অর্জন করতে হয়েছে। তার ওপর আইনজীবী হিসেবে আমার দশ বছরের ক্যারিয়ার ততদিনে গড়ে উঠেছিল। একটা পেশাকে এতদূর টেনে নিয়ে আসার পর ছুট করে সেখান থেকে ইস্তফা দেয়ার ব্যাপারটি মোটেও চাট্টিখানি কথা নয়। বরং বেশ জটিল বিষয়।

তারপর টাকার ব্যাপারটা তো আছেই। কয়েক বছরের ভেতরই আমি আইনজীবী হিসেবে এক লাখ ডলার আয়ের মত সক্ষমতা অর্জন করেছিলাম এবং পরবর্তী সময়ে এই হার আরো বাড়তো—অনেক বেড়ে যেতো।

যদিও আমি আমার শখের তুলনায় আইনজীবী হিসেবে একটু বেশিই আয় করছিলাম, আমি উপলব্ধি করলাম আমার নতুন গন্তব্যে পাল তোলার জন্য বেশ টাকার দরকার। সৌভাগ্যক্রমে, ডলোরেস এবং আমি বছরের পর বছর ধরে টাকা সঞ্চয় করে রেখেছিলাম। সেটাই একসময় কাজে দিলো। যাইহোক, ‘দৃষ্টিভঙ্গিই সব’ লোগো দিয়ে আমি আমার বেশকিছু পণ্য বিক্রি করে দিলাম উদ্যোগ শুরু করার পর। কিন্তু এটা অস্বীকার করার কোন জোঁ নেই যে শুরুর দিকে আমাকে বেশ সমস্যায় পড়তে হয়েছিল টাকার জন্য, অন্তত একেবারে শুরুর দিকে।

এবং তা সত্ত্বেও, ঐ সময়ে আমাকে আপন পথে চলতেই হতো। আমার মনে হচ্ছিলো নতুন কোন ক্যারিয়ারের দিকে ধাবিত হয়েছি আমি। যখনই আমি কোন দর্শকের সামনে বক্তব্য দিতাম কিংবা অনুপ্রেরণামূলক প্রবন্ধ লিখতাম,

আমি খুবই উজ্জীবিত হতাম। আমার মনে হতো আমার জন্য এই জায়গাটাই উপযুক্ত।

আমি তখনও আমার আইনজীবীর পেশা পুরোপুরি ত্যাগ করিনি। কেবল শিফট ভাগ করে কাজ করতাম। সপ্তাহে চারদিন আইনজীবী হিসেবে কাজ করতাম। এরপর তিনদিন, তারপর আরো কমিয়ে সপ্তাহে দুইদিন কাজ করতাম। অবশেষে, ১৯৯২ সালের দিকে আমি সার্বক্ষণিক একজন মোটিভেশনাল স্পিকার এবং লেখক হিসেবে কাজ করতে শুরু করি।

বিশ্বাস করুন, আমি যখন আমার মাকে বললাম যে, দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বলার জন্য আমি আইনজীবীর কাজ ছেড়ে দেবো, তিনি একটুও বিস্মিত হননি। অন্তত, এটুকু দুঃখ তো তার মনে আসেইনি যে তিনি গর্ব করে বলতেন, আমার ছেলে একজন আইনজীবী! এই কথাটা আর তিনি বলতে পারবেন না। তবুও তিনি হতাশ হননি।

কিন্তু এগুলো হচ্ছে সাধারণ কিছু বিষয় যেগুলোর মুখোমুখি আপনাকে হতে হবে যখন জীবনে একটা অবস্থানে পৌঁছাতে চাইবেন।

এমন অনেক লোক থাকবে, যারা কিনা আপনার কাজকে অস্বীকৃতি জানাবে, নারাজ থাকবে। আমি এটাও শিখেছি যে কখনো কখনো সামনে এগোবার জন্য গতি পেতে একটু পিছিয়ে আসতে হয়, কখনো আবার নিজের জীবন থেকে কিছু হারাতে হয় নতুন কিছু পাবার জন্য। আমার নিরাপদ চাকরী, আর্থিক ক্ষতিগুলো ছিল এসবেরই অন্তর্ভুক্ত। বলতে গেলে নতুন একটি জিনিস নিজের মাঝে ধারণ করার জন্য আমাকে বেশকিছু মূল্য দিতে হয়েছিল।

যাইহোক, আমি যখন নতুন পেশায় দিনের পর দিন উন্নতি করছিলাম, এসব দেখে আমার মা খুবই খুশি হয়েছিলেন এবং আমাকে সমর্থন দিয়েছিলেন সবসময়ই। এই ব্যাপারটা তখন আমি খুব উপভোগ করেছিলাম। অন্যসব মানুষের মা হলে আমি জানি না আইনজীবীর মত ক্যারিয়ার ছেড়ে আসাকে সাপোর্ট করতো কিনা। আমার মা সেটা ভালোভাবেই করেছিলেন।

প্রশ্ন জাগতে পারে, আমি কেন নিজের ক্যারিয়ারের পরিবর্তন সম্পর্কে আপনাদেরকে বলছি? হয়তো ভাবতে পারেন আমি আপনাদেরকে আকর্ষণ করার জন্য নিজের ব্যাপারে বলছি। কিন্তু আসলে তা নয়। বিশ্বাস করুন এইযে এক পেশা থেকে আরেক পেশায় রূপান্তরের এই প্রক্রিয়ার মধ্যকার পথচলায় আমি

অনেক ভুল করেছি, অনেক তালগোল পাকিয়ে ফেলেছি। তা সত্ত্বেও, পাঠকদেরকে এই ঘটনা শোনানোর কারণ একটাই, যাতে আপনারা জানতে পারেন কীভাবে বিস্তৃত পরিসরে আমার এই পেশাগত রূপান্তর ঘটলো-এটা কতটা ভালো হয়েছিল-যখন আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করেছিলাম।

‘দৃষ্টিভঙ্গিই সব’ এই ঘটনা আসলে তারই একটি প্রমাণ।

## যেভাবে আপনি এই বই থেকে উপকৃত হবেন

আপনি এই মুহূর্তে কতটুকু ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক চিন্তার অধিকারী হিসেবে রয়েছেন, সেটা কোন বিষয় নয়। এই বইটি শেষ করার পর সর্বশেষ চিন্তাভাবনার বিষয়গুলো আপনাকে জীবনকে নতুন করে চেনাতে সাহায্য করবে। আপনি যদি নেতিবাচক চিন্তার অধিকারী হয়ে থাকেন, তাও অনুগ্রহ করে হতাশ হবেন না। বইটি থেকে প্রাপ্ত সকল তথ্য আপনি চাইলে নিজের বাকি জীবনে কাজে লাগিয়ে সফল জীবন অতিবাহিত করতে পারবেন। আর যদি আপনি ইতিমধ্যেই জীবনকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা কোন ব্যক্তি হয়ে থাকেন, তাহলে একই বিষয়গুলো আপনি নিজের জীবনে প্রয়োগ করে আরো এগিয়ে নিতে পারবেন নিজেকে এবং সফলতায় পরিপূর্ণ এক জীবনের অধিকারী হতে সক্ষম হবেন। মানুষের সফলতা এবং ব্যর্থতা নিয়ে আমি চৌদ্দ বছরের মত গবেষণা করেছি। জানতে চেষ্টা করেছি একই সময়ে কেউ যখন প্রচণ্ড হতাশায় নিমজ্জিত হচ্ছে, ঠিক তখনই আরেকজন মানুষ কীভাবে সফলতা পেয়ে চলেছে। এই সময়গুলোতে আমি কয়েকশো বই এবং হাজারেরও বেশি ম্যাগাজিন নিবন্ধ পড়েছি। এছাড়াও দুই হাজার ঘন্টারও বেশি সময় নিয়ে অডিও ক্যাসেট প্রোগ্রাম শুনেছি।

এর বাইরে অগণিত সফল মানুষের সাক্ষাৎকার নিয়েছি তাদের সফলতার গোপন রহস্য জানার জন্য। এর চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আমি বইয়ের সকল বিষয়গুলো নিজের ব্যক্তিজীবনে প্রয়োগ করেছি এবং ভালো ফলাফল পেয়েছি। সুতরাং, বোঝাই যাচ্ছে নিজস্ব অভিজ্ঞতারই বয়ান থাকছে পুরো বইটি জুড়ে এবং আমি নিশ্চিত এগুলো আপনার জীবনকে বদলে দেবে। তবে এতকিছুর জন্য অনুগ্রহ করে এই বিষয়ের ওপর আমাকে ‘সবজান্তা লোক’